শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিমের বাৎসরিক প্রতিবেদন-২০১৫

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রলায়ের অধীন সংস্থাসমূহের উদ্ভাবনী উদ্যোগের সমন্বয় সাধন করেন।

১. অনলাইন এমপিও বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থাঃ

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে তার মধ্যে অন্যতম বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (বিদ্যালয়, মাদরাসা ও কলেজ) শিক্ষক-কর্মচারীদের MPO (Monthly Pay Order) বা বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ (১০০%) প্রদান করা হয়। নতুন সফটওয়্যারে ২০১৫ সালের মে মাসে রংপুর অঞ্চলে প্রথম এমপিও ভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ (১০০%) বিকেন্দ্রীকরণ শুরু হয়। পরবর্তীতে দেশের সকল অঞ্চলে (৯টি আঞ্চলিক কার্যালয়) এ প্রদ্ধতি চালু করা হয়েছে। তার কার্যক্রম অদ্যাবধি চলমান রয়েছে। ফলশ্রুতিতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছে এবং সেবা গ্রহীতা তৃণমূল পর্যায়ে সেবা পাচ্ছে।

২. পাঠ্যপুস্তকের listening text-এর অডিও ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ:

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম-১০ম শ্রেণির ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকের listening text সমূহের প্রমিত উচ্চারন সম্বলিত অডিও ফাইল English in Action project এর সহযোগীতায় প্রস্তুত করা হয়েছে। এ ফাইলগুলো NTCB এর সংশ্লিষ্ট শিক্ষাক্রমের নির্দেশিকা ও পাঠ্যপুস্তকের আলোকে প্রনয়ণ করা হয়েছে। এটি সিডি/ডিভিডি আকারে এবং www.nctb.gov.bd ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে। অডিও ফাইলগুলো web-based version তৈরি করা হয়েছে, যাতে করে যে কোন স্থান হতে শিক্ষক শিক্ষার্থীরা এটি ব্যবহার করে কাঙ্খিত দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বে মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি উচ্চারন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে অঞ্চলভেদে ভিন্নতা ছিল। এটি দ্বারা শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা সঠিক ইংরেজি উচ্চারন জানতে ও শিখতে পারছে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা শ্রবণ ও উচ্চারন দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারছে।

৩. অনলাইনে শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন ও ফরম পূরন প্রক্রিয়া চালু:

প্রচলিত পদ্ধতিতে কাগজের দ্বারা SIF (Student Information Form) এবং FF (From Fillup) পুরণ হতো। বর্তমানে অনলাইনে ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য পুরণ করে রেজিস্ট্রেশন করার পদ্ধতিই e-SIF এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য on-line-এ বোর্ডে প্রেরণের পদ্ধতিই e-FF। উভয় পদ্ধতিই স্বল্প সময়ে ও স্বল্প ব্যয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন ও ফরম পূরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

৪. মোবাইলে উপবৃত্তির অর্থ প্রদানঃ

ব্যাংকের মাধ্যমে উপবৃত্তির টাকা বিতরণ এবং স্কুলের কারণিক জটিলতায় উপবৃত্তির টাকা বন্টনে অনিয়ম এবং দীর্ঘসূত্রিতা পরিহারের লক্ষে মোবাইল একাউন্টে উপবৃত্তির টাকা প্রদান করা হচ্ছে।

মোঃ এনামুল হক
উপ-সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৫.অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রমঃ

বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ সরকারি-বেসরকারি কলেজসমূহে অনলাইনে ও মোবাইল ফোনের এস.এম.এস এর মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে।

৬. বদলি/পদায়ন সহজীকরনঃ

অনলাইনের মাধ্যমে ১ হতে ৫ তারিখের মধ্যে কলেজ শিক্ষকদের নিকট হতে বদলির আবেদন নেয়ার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লিখিত আবেদনের মাধ্যমে কলেজ শিক্ষকদের বদলি/পদায়ন নিয়মিতভাবে সম্পন্ন হচ্ছে।

৭. বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা সংক্রান্ত সার্টিফিকেট Same day- তে সত্যায়নঃ

শিক্ষা বোর্ড এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্টিফিকেটসমূহ শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সত্যায়নের জন্য Same day সার্ভিস চালু করা হয়েছে। সকাল ১০-১১ টার মধ্যে সার্টিফিকেট বাংলাদেশ সচিবালয়ের ১নং গেট সংলগ্ন visitor's Room-এর ৯নং কাউন্টারে জমা প্রদান করলে ঐ দিনই বিকাল ৩টা হতে ৩:৩০ টার মধ্যে ৯নং কাউন্টার হতে সত্যায়নকৃত সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। এতে ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকগণের সেবা প্রদ্ধতি সহজ হয়েছে।

৮.উপবৃত্তি প্রদানঃ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ রোধ, নারীর ক্ষমতায়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিসহ শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা সাম্য বিধানের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বিষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে উপবৃত্তিসহ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার কমেছে এবং বাল্য বিবাহ হ্রাস পেয়েছে।

৯. বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক বিতরণঃ

দেশের ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি এবং শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ করার লক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ইবতেদায়ী, দাখিল, দাখিল(ভোকেশনাল) ও এস.এস.সি (ভোকেশনাল) স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরন করা হচ্ছে।

১০.পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল মোবাইলে প্রদানঃ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনলাইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এস.এস.সি., এইচ.এস.সি. ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফলসহ শিক্ষক নিয়োগ ও নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করছে। তাছাড়া, মোবাইল ফোনে এস.এম.এস এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ই-মেইলের মাধ্যমে ও ফল অতিদ্রুত প্রকাশ করা হচ্ছে।

মোঃ এনামুল হক
উপ-সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কর্মপরিকল্পনা-২০১৬

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ক্রমিক:	প্রস্তাবিত বিষয়	বাস্তবায়ন কাল	দায়িত্বভার কর্মকর্তা	প্রত্যাশিত ফলাফল
১.	অনলাইন এমপিও বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা মনিটরিং কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ	২০১৬-১৭	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।	আঞ্চলিক পরিচালকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ সম্ভব হবে ফলশ্রুতিতে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা যাবে।
২.	ই- লাইব্রেরি চালু করণ	২০১৬-১৭	মোহাম্মদ তাহজিব উদ্দিন উপপরিচালক (সেসিপ)	দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ পুস্তক সমূহ সকল ধরনের বই শিক্ষক শিক্ষার্থীর হাতের নাগালে আসবে।
৩.	শ্রেণীকক্ষে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার	২০১৬-১৭	মাউশি, মাদ্রাসা অধিদপ্তর, কারিগরি দপ্তর	সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীকক্ষে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার নিশ্চিতকরনের ফলে শিক্ষার গুনগত মান বৃদ্ধি পাবে।
৪.	ডিজিটাল হাজিরা চালুকরণ	২০১৬-১৭	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	নাগরিক সেবার মান আরও সুনিশ্চিত হবে।
৫.	ই-ফাইলিং	২০১৬	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	মানুষের দোরগোড়ায় সেবা পৌছাবে, অর্থ ও সময়ের অপচয় কমবে।
৬.	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিয়োগ সহজীকরণ	২০১৬	এন.টি.আর.সি.এ	শিক্ষক নিয়োগে সচ্ছতা নিশ্চিত হবে।
৭.	ইন্টারএকটিভ বই	২০১৬	এন.সি.টি.বি ও মাদ্রাসা অধিদপ্তর	বিষয় ভিত্তিক শিক্ষার কনটেন্ট ওয়েব সাইডে পাওয়া সহজ হবে। শিক্ষক - শিক্ষার্থী উপকৃত হবে।

মোঃ এশামুল হক
উপ-সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার